সালাফদের জীবনকথা

শাইখ আব্দুল আযীয | শাইখ বাহাউদ্দীন উকাইল

সালাফদের জীবনকথা

শাইখ আব্দুল আযীয, শাইখ বাহাউদ্দীন উকাইল

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অনলাইন পরিবেশক

www.sijdah.com
www.rokomari.com
www.wafilife.com
www.alfurqanshop.com
www.oneummahbd.com

বাঁধাই এবং মুদ্রণ

নুসরাহ প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং সলিউশন : ০১৬১৪-১১১-০০০

ISBN : 978-984-94443-2-9

Published by Somokalin Prokashon, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 320.00 (Paperback), Tk. 369.00 (Hardcover), USD 15.00 only.

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা : ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬

সূচিপত্র

সালাফগণের সততা ও নিষ্ঠা	২৩
সালাফগণের আল্লাহভীতি	৩৮
সুনাম-সুখ্যাতির প্রতি সালাফগণের অনীহা	৪৭
আত্মমুগ্ধতার প্রতি সালাফগণের অনীহা	৫৩
সালাফগণের দুনিয়াবিমুখতা	৬০
নেতৃত্বের প্রতি সালাফগণের অনীহা	৭১
ধর্মীয় বিষয়ে সালাফগণের দক্ষতা	৭৮
সত্যের প্রতি সালাফদের আনুগত্য	৯২
ফাতাওয়া প্রদানে সালাফগণের সতর্কতা	৯৮
সালাফগণের কুরআন পাঠ	১০২
সালাফগণের ইবাদত-মগ্নতা	১০৬
সালাফকর্তৃক সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ	১১৬
জিহাদের ময়দানে সালাফগণ	১২৯
বিপদে সালাফগণের ধৈর্যধারণ	১৪৮
দ্বীনী-দুর্যোগ মুকাবেলায় সালাফগণের ভূমিকা	১৫২

মুসলিম উম্মাহর গোলযোগে সালাফগণের কর্মপন্থা ১৬০
রাজদরবারের প্রতি সালাফগণের অনীহা ১৬৯
নারী-ফিতনা বিষয়ে সালাফগণের অবস্থান ১৭৬
মায়ের সেবায় সালাফগণ ১৮৮
বন্ধু ও সঙ্গীদের প্রতি সালাফগণের অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহার ১৯৩
মানুষের অধিকার আদায়ে সালাফগণের নিষ্ঠা ১৯৭
ভুল সংশোধনে সালাফদের নীতি ২০১
আলিমগণের প্রতি সালাফদের সম্মানপ্রদর্শন ২১০
কথাবার্তায় সালাফগণের শিষ্টাচার ২১৪
সালাফ কর্তৃক সময়ের মূল্যায়ন ২২১
সালাফদের ভারসাম্যপূর্ণ রসিকতা ২২৮
পরিশিষ্ট ২৩৩

তৃতীয় অধ্যায়

সুনাম-সুখ্যাতির প্রতি সালাফগণের অনীহা

এক

হাবীব ইবনু আবি সাবিত রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। কিছু মানুষ তার পেছনে পেছনে হাঁটছিল। তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার কাছে তোমাদের কোনো প্রয়োজন আছে? তারা বলল, না; কিন্তু আমরা আপনার সাথে কিছুক্ষণ হাঁটতে চাই। তিনি বললেন, তোমরা ফিরে যাও। কারও পেছনে পেছনে হাঁটা, এটা অনুসারীদের জন্য অপমান। আর অনুসৃত ব্যক্তির জন্য ফিতনা।[১][২]

দুই

হারিস ইবনু সুওয়াইদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন—আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বলতেন, আমি আমার সম্পর্কে যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে (আমার প্রতি ঘৃণাবশত) তোমরা আমার মাথায় মাটি ছুড়ে মারতে।[৩]

---

[১] বিপদের কারণ/পরীক্ষার বস্তু।

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৪০৬

[৩] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৪০৬, ৪০৭

তিন

বিসতম ইবনু মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন রাহিমাহুল্লাহ যখন দেখতেন, কেউ তার সাথে সাথে হাঁটছে, তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। আর বলতেন, ভাই, আমার কাছে কি আপনার কোনো প্রয়োজন আছে?

যদি কোনো প্রয়োজন থাকত, তাহলে তিনি তা পূরণ করতেন। এরপরও যদি লোকটি তার সাথে হাঁটতে থাকত, তখন বলতেন, আপনার আর কোনো প্রয়োজন আছে কি?[১]

চার

হাসান[২] রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একদিন আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে নিয়ে একটি কূপের নিকট আসেন। মানুষ সেখান থেকে পানি উঠিয়ে পান করছিল। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকও পানি পান করার জন্য কূপের নিকটে যান; কিন্তু লোকেরা তাকে চিনতে না পারায় তার সাথেও ধাক্কাধাক্কি করে।

অতঃপর তিনি ভিড় থেকে বের হয়ে এসে বলেন, এটাই জীবন। অর্থাৎ যেখানে আমাদের কেউ চিনবে না, সেখানে আমাদের কেউ সম্মানও করবে না।

হাসান বলেন, আমরা একবার কুফায় অবস্থান করছিলাম। তখন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সামনে 'কিতাবুল মানাসিক' পড়া হচ্ছিল। একপর্যায়ে এমন একটি হাদীস সামনে আসে যেটির শেষে লেখা ছিল—আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, 'এটিই আমাদের মত।' তখন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক জিজ্ঞেস করেন, 'আমার এই উক্তি কে লিখেছে?' আমি বললাম, 'এই কিতাব যার—তিনিই লিখেছেন।' আমার এ কথা শুনে তিনি পাঠদান শেষ হওয়া পর্যন্ত তার হাত দিয়ে খুঁটে খুঁটে সেই লেখাটুকু তুলতে থাকেন। সেই সঙ্গে পাঠদানও অব্যাহত রাখেন। এরপর বলেন, 'আমি এমন কে যে, আমার কথা কিতাবে লিখতে হবে?'[৩]

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৩/২৪৩

[২] তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের ছাত্র। সাহান ইবনু রবী'আ, সাহান ইবনু আরাফা, হাসান ইবনু ঈসা, এদের কোনো একজন হবেন। দেখুন—*সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৩৮০

[৩] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৪০৬ ৪/১৩৫

পাঁচ

হুসাইন ইবনুল হাসান আল-মাররুযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, নিজেকে সবসময় সুনাম-সুখ্যাতির আড়ালে রাখার চেষ্টা করবে। সেই সঙ্গে তুমি যে সুনাম-সুখ্যাতি পছন্দ করো না—সেটা বলে বেড়ানো থেকে বিরত থাকবে। নিশ্চয় যে নিজেকে 'যাহিদ[১]' বলে দাবি করে, সে 'যুহ্দ'-এর চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে যায়। কেননা, 'যাহিদ' বলে বেড়ানোর অর্থই হলো মানুষের প্রশংসা ও স্তুতিবাক্য কামনা করা![২]

ছয়

ইবনু মুহাইরিয রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একদিন আমি ফুযালা ইবনু উবাইদকে বললাম, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, কিছু গুণ আছে, সেগুলো অর্জন করতে পারলে আল্লাহ এর দ্বারা তোমাকে উপকৃত করবেন।

(১) সম্ভব হলে এমনভাবে থাকার চেষ্টা করবে যে, তুমি মানুষকে চিনবে; কিন্তু মানুষ তোমাকে চিনবে না।

(২) তুমি শুধু শুনবে, কিছু বলবে না।

(৩) তুমি অন্যের মজলিসে বসবে, কিন্তু তোমার মজলিসে কেউ বসবে না।[৩]

সাত

জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবু আব্দিল্লাহ[৪]-এর চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পাই। কারণ, জিজ্ঞেস করলে জানা যায়, কেউ একজন তাঁর প্রশংসা করে বলেছিল, আল্লাহ তাআলা ইসলামের পক্ষ থেকে আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন'। তার এই দুআর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, বরং আল্লাহ তাআলা আমার পক্ষ থেকে ইসলামকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমি এমন কে

---

[১] মোহবিমুখ

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৪/১৩৭

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/১১৬

[৪] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ

যে, মহান আল্লাহ আমাকে ইসলামের পক্ষ থেকে প্রতিদান দেবেন![১]

আট

মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মসজিদে নববীতে একটি খুঁটি ছিল। আমি রাতের বেলা খুঁটিটির পাশে সালাত পড়তাম। তাতে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিতাম। একবারের ঘটনা, মদীনায় সে-বছর মারাত্মক খরা দেখা দেয়। বৃষ্টির জন্য খোলা মাঠে এসে মানুষ প্রার্থনা করে; কিন্তু বৃষ্টি নামে না। এরপর সেই রাতে আমি ইশার সালাত আদায় করে মসজিদে নববীর ওই খুঁটির নিকট এসে হেলান দিয়ে বসি। এমন সময় একলোক আসেন। দেখতে কালো। একটা হলদে রঙের চাদর জড়ানো। ছোট একটা কাপড় তার কাঁধে চাপানো। সে আমার এবং আমার সামনে থাকা খুঁটির মাঝে এসে দাঁড়ায় এবং আমাকে পেছনে ফেলে দুই রাকাত সালাত আদায় করে। এরপর ওপরের দিকে দু'হাত তুলে কায়মনোবাক্যে বলে—

> **হে আমার প্রভু, আজ তোমার নবীর সম্মানিত শহরের মানুষেরা ময়দানে নেমেছিল, বৃষ্টি প্রার্থনা করেছিল; কিন্তু তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করোনি। আমি তোমাকে দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি তাদের ওপর অবশ্যই বৃষ্টি বর্ষণ করো!**

ইবনুল মুনকাদির বলেন, আমি মনে মনে বললাম, লোকটা পাগল নাকি! অতঃপর সে হাত নামাতেই আকাশে মেঘের গর্জন শুনতে পেলাম। আর এমন মুষলধারে বর্ষণ হলো যে, বাড়িতে পরিবারের লোকদের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।

এদিকে লোকটা বৃষ্টির আওয়াজ শুনতে পেয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় এমন কিছু বাক্য বলে—যা আমি ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। এরপর সে বলে, হে আমার রব, আমি এমন কে যে, আমার আহ্বানে সাড়া দিলে? কিন্তু হ্যাঁ, আমি কেবল তোমার প্রশংসা করেছি এবং তোমারই আশ্রয় চেয়েছি।

অতঃপর সে উঠে দাঁড়ায়। যে-কাপড়টা সে লুঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করেছিল সেটাকে খুলে গোটা শরীরে জড়িয়ে নেয় এবং তার পিঠে ঝুলে থাকা কাপড়টা বিছিয়ে তার ওপর সালাত পড়তে শুরু করে। এভাবে ফজরের আগ পর্যন্ত সালাত পড়তে থাকে।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১১/২২৫

সুবহে সাদিকের আগ দিয়ে বিতরের সালাত পড়ে।

এরপর ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করে এবং সবশেষে সাধারণ মানুষের সাথে সাথে ফজরের জামাআতে অংশগ্রহণ করে। তার সাথে আমিও জামাআতে অংশগ্রহণ করি।

ইমাম সাহেব সালাম ফেরানোর পর সে উঠে বেরিয়ে যায়। আমিও তার পিছু পিছু হাঁটতে থাকি। একপর্যায়ে সে মসজিদের গেইট পর্যন্ত চলে আসে এবং কাপড় কিছুটা ওপরে উঠিয়ে পানির ওপর দিয়ে চলতে থাকে। আমিও তার মতো চলতে থাকি; কিন্তু কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সে কোথায় যেন হারিয়ে যায়; তাকে আর খুঁজে পাই না।

দ্বিতীয় রাতে মসজিদে নববীতে ইশার সালাত আদায় করে ওই খুঁটির পাশে এসে বসি। খুঁটিটিকে বালিশের মতো ব্যবহার করে শুই। এ সময় লোকটি আবার আগমন করে। যে-কাপড়টা সে লুঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করছিল সেটাকে ভালো করে গোটা শরীরে জড়িয়ে নেয়। আর কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা কাপড়টা বিছিয়ে তার ওপর সালাত পড়তে শুরু করে। এভাবে ফজরের আগ পর্যন্ত সালাত আদায় করতে থাকে। এরপর বিতরের সালাতের পর ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করে। সবশেষে মানুষের সাথে সাথে ফজরের জামাআতে অংশগ্রহণ করে। তার সাথে আমিও জামাআতে অংশগ্রহণ করি।

ইমাম সাহেব সালাম ফেরানোর পর সে উঠে বেরিয়ে যায়। আমিও তার পিছু পিছু হাঁটতে থাকি। একপর্যায়ে সে একটি ঘরে প্রবেশ করে। মদীনায় বসবাস করার দরুন আমি ঘরটি ভালো করেই চিনতাম। ঘরটি দেখে আমি মসজিদে নববীতে ফিরে আসি।

সূর্যোদয়ের পর নফল সালাত আদায় করি। তারপর সেই ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা করি। সেখানে গিয়ে দেখি, সে বসে বসে মোজা সেলাই করছে। অর্থাৎ পেশায় সে একজন মুচি। আমাকে দেখেই সে চিনে ফেলল এবং ঈষৎ হেসে বলল—'হে আবু আব্দিল্লাহ, তোমাকে স্বাগতম! তোমার কি সেলাইযোগ্য কোনো মোজা আছে? থাকলে দিতে পারো।'

আমি তার পাশে বসতে বসতে বললাম, তুমি কি প্রথম রাতে আমার সাথে থাকা সেই ব্যক্তি নও? এ কথা শুনতে-ই তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। চিৎকার করে বলল, ওহে ইবনুল মুনকাদির! ওইটার সাথে তোমার কী সম্পর্ক? এ কথা বলে সে প্রচণ্ড রেগে গেল!

অতঃপর আমি তাকে এই বলে বেরিয়ে গেলাম যে, আল্লাহর শপথ! আমি এখনই তোমার এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি!

তৃতীয় রাত। আমি এশার সালাত মসজিদে নববীতে পড়ে ওই খুঁটির নিকট এসে হেলান দিয়ে বসে আছি; কিন্তু আজ আর ওই লোকটি এলো না। আমি মনে মনে বললাম, ইন্না লিল্লাহ! আমি কোনো সমস্যা করে ফেলিনি তো? সকালবেলা তার ঘরে গিয়ে দেখলাম, ঘরের দরজা খোলা এবং ঘর একেবারেই খালি। সেখানে মানুষ তো দূরের কথা; কোনো তৈজসপত্রও নেই।

ঘরের মালিক আমাকে বলল, হে আবু আব্দিল্লাহ, গতকাল তোমার এবং তার মাঝে কী হয়েছিল? আমি বললাম, কেন? কী হয়েছে তার? সে বলল, তুমি চলে যাওয়ার পর সে ঘরে ঢোকে তার চাদরটি মেঝেতে বিছায়। এরপর চামড়া, জুতা, মোজা এবং সেলাইয়ের যন্ত্রপাতিসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু সেখানে রাখে। অতঃপর চাদরটি পেঁচিয়ে পিঠে করে নিয়ে চলে যায়। জানি না, সে কোথায় গেছে!

মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির বলেন, মদীনার এমন কোনো ঘর নেই—যেটাতে আমি তার অনুসন্ধান করিনি; কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পাইনি। আল্লাহ তার ওপর রহম করুন![১]

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/১৯০-১৯২

চতুর্থ অধ্যায়

আত্মমুগ্ধতার প্রতি সালাফগণের অনীহা

এক

সাবিত আল-বুনানী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে লোকসকল, আমি কুরাইশ গোত্রের লোক। সাদা-কালো নির্বিশেষে সকল রঙের মানুষই খোদাভীতির ক্ষেত্রে আমার চেয়ে অগ্রগামী! আমি তো কেবল খোদাভীরুদের বেশ-ভূষা ধারণ করি।[১]

দুই

মা'মার রাহিমাল্লাহ আইয়ুব, নাফি কিংবা অন্য কারও থেকে বর্ণনা করেন—একদা জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে 'হে সর্বোত্তম মানুষ' কিংবা 'হে সর্বোত্তম মানুষের সন্তান!' বলে সম্বোধন করে। প্রতিউত্তরে ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি সর্বোত্তম মানুষ নই এবং সর্বোত্তম মানুষের সন্তানও নই; বরং আমি আল্লাহর এক নগণ্য বান্দা। আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং তার প্রতি আশা রাখি। আল্লাহর শপথ! তোমরা যার পিছু নাও, তাকে ধ্বংস করেই ছাড়ো।[২]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৮১

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/২৩৬

তিন

জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, মুতররিফ ইবনু আব্দিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সারারাত ইবাদত করে সকালে আত্মগর্ব করার চেয়ে সারারাত ঘুমে কাটিয়ে সকালে অনুতপ্ত হওয়া আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর শপথ! ওই ব্যক্তি কখনও সফলকাম হবে না, যে নিজেকে সর্বোত্তম জ্ঞান করে কিংবা নিজের ইবাদত নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগে।[১]

চার

ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তোমরা আমার পক্ষ থেকে তিনটি বিষয়ের ওপর আমলের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখো—

(১) প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকো।

(২) অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করো।

(৩) আত্মমুগ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকো।[২]

পাঁচ

আবু ওয়াহাব আল-মারওয়াযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, অহংকার কী?

তিনি বললেন, মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আত্মগর্ব কী?

তিনি বললেন, 'কোনো ব্যাপারে এমন ধারণা পোষণ করা যে, এটা শুধু তোমারই আছে, অন্য কারও নেই।' এরপর বললেন, 'সালাত আদায়কারীদের মধ্যে নিজের আমলের প্রতি মুগ্ধ হওয়ার চেয়ে মন্দ আর কিছু আমি দেখিনি।'[৩]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/১৯০

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/৪৪৯

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৪০৭

ছয়

আহমাদ ইবনু আবিল হাওয়ারী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবু আব্দিল্লাহ আনতাকী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী ও ইমাম ফুযাইল রাহিমাহুমাল্লাহ কোথাও মিলিত হয়ে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করছিলেন। একপর্যায়ে সুফিয়ান আস-সাওরীর মন গলে যায়। তিনি কাঁদতে থাকেন। এরপর বলেন, আশা করি আজকের এই মজলিস আমাদের জন্য রহমত ও বরকত বয়ে আনবে। তখন ফুযাইল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর বান্দা, কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, না-জানি, এ মজলিস আমাদের জন্য উপকারী হওয়ার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়! তুমি যা ভালো মনে করেছ, তা-ই বলেছ, আমিও যা ভালো মনে করেছি, তাই বলেছি। এতে কি তুমি আমার নিকট নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করোনি? আর আমিও কি তোমার কাছে নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করিনি?

এ কথা শুনে সুফিয়ান আস-সাওরী আবার কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, তুমি আমাকে সতর্ক করে (ধ্বংসের হাত থেকে) বাঁচিয়েছ। আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন।[১]

সাত

ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি তুমি তোমার আমলের ব্যাপারে গর্বের আশঙ্কা করো, তাহলে ভাবো—

- যার সন্তুষ্টি কামনা করছ, তিনি কি সাধারণ কেউ?
- যে নিয়ামতের আশা করছ, তা কি সহজলভ্য?
- যে ভয়াবহ শাস্তির ভয় করছ, তা স্বাভাবিক কিছু?

যে এসব নিয়ে চিন্তা করবে, তার কাছে তার আমলগুলো খুবই নগণ্য মনে হবে।[২]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৪৩৯

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১০/৪২

আট

রিশদীন ইবনু সাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাজ্জাজ ইবনু শাদ্দাদ থেকে বর্ণিত, তিনি খ্যাতনামা বিদ্বান উবাইদুল্লাহ ইবনু আবি জাফরকে বলতে শুনেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মজলিসে কথা বলে এবং কথাগুলো তাকে চমৎকৃত করে তাহলে সে যেন তৎক্ষণাৎ কথা বলা বন্ধ করে দেয় এবং যখন চুপ থাকতে ইচ্ছে করে তখন যেন আবার কথা বলা শুরু করে।[১]

নয়

সাঈদ ইবনু আব্দির রহমান রাহিমাহুল্লাহ আবু হাযিম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন—তিনি বলেন, বান্দা যদি কোনো উত্তম আমল করার পর আত্মগর্ব অনুভব করে তাহলে বুঝতে হবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য এরচেয়ে ক্ষতিকর কোনো আমলই তৈরি করেননি! অপরদিকে বান্দা যদি কোনো গুনাহ করার পর অন্তর্জ্বালার শিকার হয়, তাহলে বুঝতে হবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য এরচেয়ে উপকারী ও কল্যাণকর কোনো কাজই সৃষ্টি করেননি।

কেননা, মানুষ যখন ভালো ও পুণ্যের কাজ করে তখন হয়তো সে তা নিয়ে আত্মতৃপ্তি বোধ করে অথবা নিজেকে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে। এতে আল্লাহ তাআলা তার বর্তমান ভালো কাজটির সাথে সাথে অতীতের ভালো কাজগুলোও বাতিল করে দেন।

অপরদিকে যদি কোনো ব্যক্তি মন্দ কাজ করার পর তার মধ্যে অনুশোচনা জাগে তাহলে হতে পারে, আল্লাহ তাআলা এই কাজের কারণে তার মধ্যে অনুতাপ ও অনুশোচনার স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করে দেবেন। পরিশেষে সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, সেই অনুতাপ ও অনুশোচনা তার হৃদয়ে আগের মতোই রয়ে যাবে। (এবং তার অসিলায় সে মুক্তি পেয়ে যাবে!)[২]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৬/১০

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/১৬৪

দশ

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ ইবনু হাযম রাহিমাহুল্লাহর জীবনী আলোচনার একপর্যায়ে তার একটি উক্তি উল্লেখ করেন। সেখানে তিনি বলেছেন—'আমি সত্যের অনুসরণ করি। নিজেই ইজতিহাদ করে চলি। কোনো এক মাযহাবের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকি না।'

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হ্যাঁ, কেউ যদি ইজতিহাদের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারেন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইমাম তার এই যোগ্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেন, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য তাকলীদ তথা কোনো মাযহাব অনুসরণের সুযোগ নেই।

পক্ষান্তরে যাদের এই পর্যায়ের ইজতিহাদী যোগ্যতা নেই; বরং কেবল ফিকহের কোনো কিতাব মুখস্থ করেছে কিংবা সমগ্র কুরআন অথবা তার কিয়দাংশ হিফয করেছে তাদের জন্য তো কখনই ইজতিহাদ করার অনুমতি নেই। সে কীভাবে ইজতিহাদ করবে? কী সমাধান দেবে? কীসের ভিত্তিতে দেবে? যার পাখাই গজায়নি, সে কী করে আকাশে উড়বে?

অবশ্য যে-ফকীহর সতর্কতা, বিচক্ষণতা, বোধগম্যতা, খোদাভীতি এবং হাদীসের জ্ঞান সর্বজন স্বীকৃত; সেই সঙ্গে শাখাগত মাসআলার সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ এবং হাদীস ও ফিকহের মূলনীতি বিষয়ক কিতাবগুলো যার মুখস্থ, পাশাপাশি হিফযুল করআন, তাফসীর ও তর্কশাস্ত্রেও যে সমান পারঙ্গম; সর্বোপরি আরবীভাষা সম্পর্কেও যে সম্যক অবগত তার জন্য 'ইজতিহাদুল মুকায়্যাদ' তথা নির্ধারিত পরিমণ্ডলে ইজতিহাদ করার অনুমতি রয়েছে। তিনি ইমামগণের দলিল সম্পর্কে গবেষণা করার যোগ্যতা রাখেন। যখন কোনো মাসআলায় তার নিকট সত্য উন্মোচিত হবে এবং এর ওপর কুরআন-সুন্নাহর কোনো দলিল থাকবে, পাশাপাশি প্রসিদ্ধ কোনো ইমামের আমলও পাওয়া যাবে[১] তখন তিনি তার নিকট উন্মোচিত ওই সত্যটারই অনুসরণ করবে। রুখসত বা ছাড়ের পথে হাঁটবেন না। সদা সতর্ক থাকবেন। এভাবে কোনো মাসআলার ওপর দলিল পাওয়া গেলে তার জন্য তাকলীদের কোনো সুযোগ নেই।

তবে যদি এই নব উদ্ভাবিত সত্য প্রকাশ করলে অন্যান্য ফকীহ ও মুফতীগণের পক্ষ থেকে গোলযোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে কিংবা সমাজে ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার

[১] যেমন, ইমাম আবু হানীফা, মালিক, আস-সাওরী, আওযায়ী, শাফিয়ী, আবু উবাইদ, আহমাদ বা ইসহাক রাহিমাহুমুল্লাহ।

আশঙ্কা থাকে তাহলে তা গোপন রাখতে হবে। কোনোভাবেই তার আমল প্রকাশ করা যাবে না। কেননা, কখনও এর কারণে নিজের মনে গর্ববোধ জেগে উঠতে পারে এবং তা প্রকাশ করা নিজের কাছে প্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

এমনটা হলে অবশ্যই একদিন তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। কারণ, তখন ওই সত্যটার মাঝে অন্তরের একটি অনৈতিক চাহিদা ঢুকে পড়ে। এমন কত মানুষ আছে, যারা সত্য কথা বলে, সৎ কাজের আদেশ করে, এরপরও আল্লাহ তাআলা ফকীহগণকে দিয়ে তাদের দাবিয়ে রাখেন।

অনেক সময় অর্থদাতা, ভূমিদাতা ও সমাজ সেবকদের মধ্যে এই আত্মগর্ব সংক্রমক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে সৈনিক, মুজাহিদ ও শাসকশ্রেণিও এই ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে পারে না। ফলে দেখা যায়, তারা শত্রুদের মুখোমুখি হচ্ছে, অথচ তাদের অন্তরে লুকিয়ে আছে বিভিন্ন কল্পনাবিলাস ও সুপ্ত বাসনা। যেমন, বীরত্ব প্রকাশ করা, অহমিকা প্রদর্শন করা, স্বর্ণখচিত শিরস্ত্রাণ, পোশাক, অশ্ব ও যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত হওয়া। এর সাথে আবার যোগ হয় সালাত পরিহার করার মন্দ প্রবণতা, শাসিতের প্রতি জুলুম ও মদ্যপানের হীন মানসিকতা। সুতরাং, কোত্থেকে তারা আল্লাহর সাহায্য পাবে? আর কেনই-বা তারা অপদস্থ ও পরাজিত হবে না!

হে আল্লাহ, আপনি আপনার দ্বীনকে সাহায্য করুন। আপনার বান্দাদের দ্বীনের কাজ করার সামর্থ্য দিন।

যে-ব্যক্তি আমলের উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণ করে, ইলম তার হৃদয়-ভূমিকে কোমল করে। সে তার নিজের কথা ভেবে ক্রন্দন করে। পক্ষান্তরে যে-ব্যক্তি মুদাররিস বা মুফতি হওয়ার উদ্দেশ্যে কিংবা দাম্ভিকতা প্রদর্শন ও অন্যকে হেয় করার মানসিকতা নিয়ে ইলম শেখে—সে নিজেই নিজেকে ধোঁকা দেয়, প্রতারিত করে এবং মানুষের সামনে নিজেকে ছোট করে। এই আত্মঅহমিকা তাকে ধ্বংস করে ছাড়ে এবং মানুষের ঘৃণার পাত্রে পরিণত করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكّٰىهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَن دَسّٰىهَا ۝١٠

ওই ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যে তার আত্মা পবিত্র করেছে। আর ওই ব্যক্তি ব্যর্থ হয়েছে যে তার আত্মা কলুষিত করেছে।[১]

এখানে কলুষিত করার অর্থ হচ্ছে—আত্মাকে পাপাচার ও অবাধ্যতায় লিপ্ত রাখা।[২]

[১] সূরা শামস, আয়াত : ৯ ও ১০

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৮/১৯১-১৯২